শান্তি-কানন।

শ্রীমতী পদ্মাবতী দেবী

বিরচিত।

কলিকাতা,

৮৯ নং হ্যারিসন রোড, গুপ্ত, মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী

দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১০।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
উৎসর্গ পত্র	৫	বিধির বরে এ শান্তিকানন,	বিধির বরে শান্তিকানন
৭	২	কোন দিক	কোন্ দিক
৭	৩	আসবেই	আস্‌বেই
৭	১০	ধৈর্য	ধৈর্য্য
৮	১৩	জানিস	জানিস্
১৫	৭	দেবেন	দেবেন না
১৭	১২	আছে	তাহে
১৮	১১	পেতে হয়	পেতে হয় না
১৯	৯	রে	দূরে
৩২	১	করবো	কর্‌বো
৩৩	২০	আকাঙ্ক্ষা	বৈরাগ্য
৩৩	২১	সমুদ্রে	আকাঙ্ক্ষা-সমুদ্রে
৩৬	৫	পাপ তাপহারী	পাপহারী

৩৪ পৃষ্ঠায়, "নবম দৃশ্যের" পর, "শান্তিদেবী আসীনা; বিচক্ষণা ও দৃঢ়মতির প্রবেশ" এই লাইনটী হইবে।

উৎসর্গ পত্র।



পরমারাধ্য স্বর্গীয় শ্বশুরদেবের
চরণ স্মরণপূর্ব্বক উৎসর্গীকৃত
হইল।

পুণ্যের জীবন তব শান্তি নিকেতন দ্বারে
বিরাজিত চিরদিন সুখ শান্তি একাধারে;
সেই জীবনের ছায়া পড়ুক এ ধরা পরে
এ কুলে তোমার দেব, আর প্রতি ঘরে ঘরে
করুক বিধির বরে এ শান্তি কানন আমার,
সবাকার প্রাণে প্রাণে সুখ শান্তির বিস্তার।

শান্তিকানন।

প্রথম দৃশ্য

সুখোদ্যান।

সুখ ও তাহার সঙ্গিনীগণ আসীনা।

সুখ। বহিছে আমার নিশ্বাস পবন, সুশীতল ক'রে জনপদ বন,
মম নিরমল সুস্নিগ্ধ ছায়ায় কত জীব রয় হরষ ভরে,
কত জীব ওই মম ছবি লয়ে, রেখেছে সাদরে যতন করয়ে,
কত অনুরাগে সোদরে আমার লয়ে গেছে ওই হৃদয়ে ধরে,
সহচর মোর গিয়ে তার পাশ, কত জনে কত দিতেছে আশ্বাস,
প্রফুল্ল সবার দেহ মন প্রাণ নাচিছে তথায় তরঙ্গ আমার।
পিতার সতত পালি অনুমতি, চিরদিন কোথা করিনা বসতি,
জানেনা অবোধ মানব নিচয় মোরে লভি তাই হরষ অপার।

গীত।

সোহিনী বাহার—একতালা।

সহচরীগণ। কতরে হরষ লহরী মালা উঠে
যথা দেবীর উজ্জল ভাতি ফুটে।

গাহে পাখী সুমধুর তানে, হাসে উষা বিমল বরণে,
সরোবর কোলে কমলিনী দোলে পবন কুসুম বাস লুটে।
জাগে জীব বিভু গুণ গানে, একে একে প্রফুল্ল পরাণে,
তরু-লতা-চয় ফুল্ল সমুদয় তটিনী হরষ ভরে ছুটে।

(শান্তি দেবীর প্রবেশ)

শান্তি। কে তুমি রূপসী, গগনের শশী উদিত ধরায় বল কে শুনি ?

গীত। (রতন আসনে রতন ভূষণে) সুর

সুখ। আমি সুখরাণী, সুর সোহাগিনী,
চির আদরিণী সকলে জানে।
ডাকিনা কাহারে তবু বারে বারে
সকলেই ধায় আমারি পানে।
ইন্দ্রপুরী হ'তে নর সিংহাসন, দরিদ্র কুটীর বন উপবন,
পাতি রাখে সদা আমারি আসন,
আমি খেলা করি সকল স্থানে।

সুখ। সরলা বিমলা যেন দেববালা কে দেবি তুমি ?

গীত।

বাহার—একতালা।

শান্তি। এস রে সংসার আতপে তাপিত ব্যাকুল তৃষিত প্রাণী।
(আমি) বিজন-বাসিনী আরাম-দায়িনী, ক্লান্তি-হারিণী শান্তি-রাণী,
সুপ্রশান্ত হৃদি গভীর পয়োধি স্নিগ্ধ শান্ত প্রকৃতি খানি
দিব রে সবারে বিন্দু বিন্দু ক'রে, এস ধীরে ধীরে মোরে বাখানি।

প্রসারি দিগন্ত নাহি মোর অন্ত, অসীম অনন্তে সতত মানি,
সচঞ্চল চিত সুধীরে গঠিত হবে সমাহিত অবশ্য জানি,
রবেনা যাতনা নিভিবে কামনা, হবে উৰ্দ্ধমনা রমণী মণি,
তবে সে মহতী সুপবিত্র জ্যোতি দেখাবেন মাতা বিশ্বজননী।

সুখ। শান্তি! চিরদিন তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক এই আমার একান্ত বাসনা।

শান্তি। যেখানে ধর্ম্মরাজের সিংহাসন সংস্থাপিত নাই সেখানে আমি তিলার্দ্ধও থাকিতে পারি না।

সুখ। আমিও সেখানে চিরস্থায়ী নহি।

(সকলের প্রস্থান)

নেপথ্যে গীত।

ধুন্—কাওয়ালী।

আনন্দে সকল দিক ছায়, আনন্দে চন্দ্রমা ভাতি ভায়,
আনন্দে নক্ষত্রকুল চায় ধরা পানে একত্র মিলিয়া,
কুমুদ আনন্দে ভাসে জলে, সমীর দোলায় তরুদলে,
মৃদু ঘায় পড়ে ভুমিতলে ফুলচয় রহিয়া রহিয়া।
সুখদেবী তরু লতা সনে ঢালে আহা প্রকৃতির প্রাণে
কত সুধা; সুধাময় প্রাণে জগজন উঠিল জাগিয়া,
কল্লোলিনী কুল কুল তানে, আনন্দ ঢালিয়া দিল প্রাণে,
জগত পূরিল যেন গানে আনন্দেতে সুখেতে ভাসিয়া।

(রাজকন্যাগণের প্রবেশ)

দৃঢমতি। আহা! মধুর সঙ্গীত।

(নেপথ্যে)

যার তরে বাছা হৃদি সিংহাসন, রাখিয়াছ শূন্য করিয়া যতন,
আমিরে তোদের সেই সুখদেবী

বিচক্ষণা। কি সুধাময় বাণী!

সুখ-প্রয়াসিনী। ওই কি সেই দেবী?

বিলাসিনী। চল দেবীর অন্বেষণে যাই।

গীত

আয়রে সুখ অন্বেষণে যাই,
আয় সে দেবীরে যদি পাই,
ল'য়ে যাব হৃদয়েতে ধ'রে,
রাখিব রে যতনে আদরে,
আনন্দের সনে সবে থাকিব সদাই।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজভবন।

রাজকন্যাগণ আসীনা, আনন্দ ও সম্পদ দ্বারে দণ্ডায়মান।

গীত। (সকলে)

হাস বিভাবরী মধুমাখা হাসি, ঢাল শশী ঢাল চন্দ্রিকার রাশি
প্রসূন বদনে হাস তরুদল, হাস সরোজিনী সলিলে ভাসি।
সুখ পারাবার ধ'রেছি অন্তরে, নয়নেতে জ্যোতি সুহাসি অধরে
হেরি বিশ্বময় হরষের ধারা, সকলি মধুর মধুর বাসি।

বিচক্ষণা। সুখের আবির্ভাবে এ গৃহের কি চমৎকার দৃশ্যই হয়েছে।

দৃঢমতি। দেবীর আগমনে আনন্দ সম্পদ সর্ব্বদা আমাদের কাছে থেকে গৃহ যেন উৎসবময় করে তুলেছেন।

সুখ-প্রয়া। আমি একাগ্রচিত্তে যে ক'রে দেবীর সেবা কচ্চি তাতে মনে হয় তিনি কখনই আমাদের পরিত্যাগ করবেন না।

বিলাসিনী। আমি দিবানিশিই ত তাঁর পদতলে পড়ে আছি।

গীত।

পুলকে পূরিল প্রাণ দেবীর আগমনে
উঠিল হরষ তুফান এ গৃহ প্রাঙ্গনে
ভবনে সুখের মেলা আনন্দ করিছে খেলা
অদূরে মধুর ছবি আশা দেখায় নয়নে।

(অকস্মাৎ অন্ধকার, আনন্দ ও সম্পদের পলায়ন)

বিচক্ষণা। কই আনন্দ কোথা ?

দৃঢ়মতি। সম্পদই বা কোথা ?

সুখ-প্রিয়া। হায় একি হলো !!!

বিলা। উৎসব একেবারে নিভে গেল কেন ?

(নেপথ্যে)

যাই বাছা কাল পূর্ণ হয়েছে আমার,
(পিতার আদেশে) এসেছে ভগিনী মম দুঃখ নাম তার।

বিলা। সে আবার কে ?

নেপথ্যে। দ্বার খোল পিতার আদেশ, প্রবেশিব গৃহে আমি।

বিচক্ষণা। পিতার আদেশ ?

সুখ-প্রিয়া। দিদি তোমার পায়ে ধরি দ্বার খুলোনা।

দৃঢ়। যখন শুন্‌চো পিতার আদেশ, না খুল্‌লেও ও আপনি-প্রবেশ করবে।

(অন্য দ্বার দিয়া দুঃখের প্রবেশ)

সুখ-প্রয়া। ও দিদি এ রাক্ষসী কোন দিক দিয়ে এল।

দৃঢ। আমিত বলেছি ও আসবেই।

বিলা। ওমা তাইত কি হবে ?

বিচক্ষণা। বিধাতা যা করবেন তাই হবে।

সুখ-প্রয়া। ওঃ মুহূর্ত্তমধ্যে সুখ সম্পদ আনন্দ সব কোথা চলে গেল!

বিলা। কি ঘোর অন্ধকার!

সুখ-প্রয়া। কিছু যে দেখ্‌তে পাচ্চিনা গো !!!

দৃঢ। ধৈর্য ধর, অধীর হইওনা।

সুখ-প্রয়া। কি ক'রে ধৈর্য্য ধরি দিদি, প্রাণ যে কেমন শূন্য বোধ হচ্চে।

বিলা। আনন্দের বিচ্ছেদ অসহ্য হয়েছে। আবাগী কি ক'রে ঘরে এল দিদি ?

দুঃখ। ওরে মূঢমতি! আমার অগম্য স্থান নাই।
পিতার আদেশে যেখানে সেখানে মুহূর্ত্তেই আমি যাই।

সুখ-প্রয়া। ঐ শোন দিদি! কি বল্‌ছে।

বিলা। চুপ কর।

দুঃখ। প্রবেশি সত্বর মহাবলে রাজ সিংহাসনে,
লয়ে আসি কত রত্নরাজি।

লুটায়ে দিই কত মহারাজার মুকুট
ছিল যাহা সুশোভায় সাজি।
নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে প্রবেশি কুটীরে
লয়ে আসি দরিদ্রের ধন।
যা পাই যেখানে সকলি সংগ্রহ করি
না মানি বারণ।
মম নামে ত্রিভুবন ডরে
সবে জানে প্রতাপ আমার।
ফিরি সর্ব্ব ঠাঁই সঙ্গী গণে ল'য়ে
এই রোগ শোক ভয়ঙ্করাকার।

সুখ-প্রিয়া। সেই দেবী চলে গিয়ে এ রাক্ষসী কেন আমাদের কাছে এল।

দুঃখ। রে অবোধ জানিস না তোরা, সোদরার আমি সহচরী
ক্রমান্বয়ে তার পরে পরে সব ঘরে পর্য্যটন করি।

দুঃখের গীত।

সিন্ধু—ঠুংরি।

কেনগো পাঠালে সংসার মাঝারে মানব আমারে চাহেনা।
মোর নাম ভেরী বাজে ভয়ঙ্কর, ভীম বজ্র হ'তে আরো লাগে ডর
পলায় যে ছুটে ভীত নারী নর এ দুঃখের প্রাণে সহেনা।



তোমারি সন্তান আমিত গো পিতা, তোমারি স্নেহেতে সতত পালিতা
তোমারি বিধানে এসেছি বিধাতা অবোধ মানব বোঝেনা।
অসার লালসা হইলে অন্তর, মহাদীক্ষা হবে শিক্ষা হলে পর
প'ড়ে রবে পায় বিশ্ব চরাচর সুখ দুঃখ কথা কবেনা।
হবে স্বর্গ ধরা সব একাকার, হৃদয় কনক দহনে আবার
বিশুদ্ধ উজল হবে নির্ব্বিকার, তাই চিরসুখ রহেনা।

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্ধকারাবৃত দুঃখের আগার।

কাতরা রাজকন্যাগণ।

বিচ। কোথা গেল সব চারি দিক একি ঘোর অন্ধকার।

দৃঢ। দুদিনের সুখ দুদিনে ফুরাল হৃদয়েতে শুধু হাহাকার।

সুখ-প্রয়া। অধীর হতেছে প্রাণ কি করিলে ফিরি আসিবে আবার আগেকার দিনচয়।

বিলা। ওরে, আর সহিতে না পারি প্রাণ বাহিরায়।

(আশার প্রবেশ)

আশা। শান্ত হও বাছা, ধর ধৈর্য্য ধর,
ভয়ে দুঃখে এত হওয়োনা কাতর,
পাশে আছি আমি জেনো নিরন্তর,
কব কানে কানে আশ্বাস বচন।

সুখ-প্রয়া। কে গো তুমি এত দয়াবতী, প্রাণ পরিতৃপ্ত হলো শুনে তব বাণী।

বিল্মা। বল কোন্ দেবী তুমি ?

আশা। আশ্বাসি কাতর জনে আশা মোর নাম,
সংসারী মানব প্রাণে সদা মম ধাম,
শিশু সনে কথা কই বাল্যক্রীড়া সনে,
যুবাজন সঙ্গে কথা কই সঙ্গোপনে,
জাজ্বল্য সংসার কথা প্রৌঢ় জন সনে,
ধন রত্নে সুশোভিত পুত্র কন্যাগণে।
সংসার বাসনা যার দূরে চলে যায়,
নশ্বর পদার্থে প্রাণ ভাঙে শত ঘায়,
ত্যজিয়া ধরার সুখ, পরকাল পানে
চেয়ে থাকে এক দৃষ্টে আকুল পরাণে,
তখনো শিওরে আসি কহি ধীরে তারে,
মিলিবে প্রাণের বস্তু আবার সবারে,
আছেরে অনন্ত লোকে অনন্ত আলয়,
অমর আত্মার তথা হবেনা বিলয়,
এরূপ সবার প্রাণে সান্ত্বনা বচন
শুনাতে আলস্য মম নাই কদাচন।
থাকরে আমার কাছে থাক আমরণ,
মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র করিব অর্পণ।

সকলে। আহা! কি শুন্‌লাম প্রাণের বেদনা লাঘব হয়ে মন যে সবল হয়ে উঠলো।

দৃঢ। আমি জানি দুঃখ এসে আমাদের দ্বারে বিপদকে দাঁড় করিয়ে যত কষ্ট দিক্ না, বিধাতা যেমন করেই হোক্ আর যত দিনেই হোক্ আর একজন্‌কে পাঠিয়ে আমাদের প্রাণ বাঁচাবার উপায় করবেনই।

সুখ-প্রয়া। আচ্ছা দিদি! বিধাতার একি বিচার? একদিন আমরা কত আদরে জনক জননীর স্নেহময় কোলে আনন্দের সহিত খেলা করেছি, তিনি নির্দ্দয় হয়ে আমাদের তা হতে বঞ্চিত করলেন। আমরা ব্যাকুল হয়ে ছুটাছুটী করে সুখদেবীকে দেখ্‌তে পেলাম, আবার আনন্দের সঙ্গে কত ক্রীড়া করল্লাম, দুদিন না যেতে যেতে সব হরণ করে এই দুঃখকে পাঠিয়ে আমাদের কত ক্লেশেই ফেল্‌লেন।

বিলা। দেখ দিদি! আমি এই বিপদের মাঝখানেই স্বপ্ন দেখিছি যেন ও আবাগী চলে গিয়েছে, যেন সুখ দেবী আমাদের জন্যে আবার সেই দিন এনেছেন আবার আমরা সেই রকমে দিন কাটাচ্চি। তার পর ঘুম ভেঙ্গে দেখি কোথাও কিছুই নাই।

বিচক্ষণা। বোন! এও ঠিক তাই, যখন আমাদের জীবনের সব ফুরিয়ে যাবে মোহ নিদ্রা ভেঙে যাবে, তখনো আমরা এই রকম করে হাস্‌বো, বলবো এতক্ষণ মোহ নিদ্রাবেশে স্বপনের রাজ্যে ছিলাম এই সুখ, এই দুঃখ, এই মান সম্পদ, যে রাজ্যের সেই রাজ্যেই পড়ে রইল,

তখন দেখতে পার সম্মুখে অনন্ত কাল পড়ে রয়েছে, সেখানকার সেই অনন্ত রাজ্যের শিক্ষা অনন্ত, কর্ম্মক্ষেত্র অনন্ত, জ্ঞান ধর্ম্ম সকলি অনন্ত।

বিলা। তবে বিধাতা এখানে আমাদের এসব কেন ভোগ কর্ত্তে দিয়েছেন ?

বিচক্ষণা। কেন যে পাঠিয়েছেন আর দিয়েছেন তা আমরা জানিনা ; আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

দৃঢ। তবে যে যা বিশ্বাস করে সেই অনুসারে আপনার জীবন চালায়।

সুখ-প্রয়া। আমি ত বিশ্বাস করি আরামে জীবনটা কাটাতে পাল্লেই ফুরিয়ে গেল।

বিলা। আমি ও ভাই তাই বলি।

আশার গীত।

সিন্ধু—একতালা।

মধুরভাষিণী শক্তিপ্রদায়িনী আশারে যে চায় সেই পায়।
যে অভাগা যায় সীমান্ত ছাড়িয়ে, মোরে কুহকিনী কয় হতাশ হইয়ে,
মহাভ্রান্তি বশে শান্তি হারাইয়ে হতাশে ডুবিয়ে ধুলায় লুটায়।
সুধা ঢেলে প্রাণে কহি কাণে কাণে সঞ্জীবনী মন্ত্র আবার তাহায়,
জেগে উঠে চিত হয়ে পুলকিত, আবার জগতে নিজ কাজে ধায়।
কেহ নাই যার সংসার মাঝারে, শেষ আশা তার আছে স্বর্গপুরে,
হাতে ধরে আমি লয়ে যাই তারে সে মহা উজল আলোক ধারায়।

(বিবেকের প্রবেশ)

বিবেক। সম্পদ লইয়া গেছে সুখে বহুদিন,
হয়েছে তোদের গৃহ আনন্দ বিহীন,
বিধাতার বিধি তারা করিয়া পালন
লয়ে গেছে ধন জন রতন ভূষণ;
তবুও তোদের তরে কত অলঙ্কার
পড়ে আছে আশে পাশে দেখ একবার;
দেখায়ে দি তুলে নেরে যতনে রতন,
লজ্জা পবিত্রতা প্রেম বিনয় ভূষণ,
অমূল্য সতীত্বহার পরে সযতনে
ধরম মুকুট শিরে ধর ফুল্ল মনে,
দেখ রে পবিত্র নেত্রে মানব নিচয়ে,
জগতের সেবা কর নিঃস্বার্থ হৃদয়ে,
তার পর আঁখি মেলে দেখ একবার
কত তোর ধন রাজ্য অসীম অপার।

বিচক্ষণা। কে তুমি ?

বিবেক। আমি তোমাদের প্রহরী। লজ্জাদেবী তোমাদের সম্মুখীন।

(লজ্জার প্রবেশ)

লজ্জা। এসরে আমার কাছে প্রিয় কন্যাগণ,
সর্ব্বজন জানে মোরে তোদের ভূষণ,

বিতরি সবারে স্নেহ যতন আমার,
রাজরাণী কাঙ্গালিনী সম অধিকার,
শিয়রে বিপদ বসে মানবের অরি,
রোগ শোক জরা মৃত্যু ভয়ে সদা ডরি,
আছরে বিপন্না হয়ে যেন অনাথিনী,
চলে গেছে ঘৃণা করে সুখ গরবিনী,
আমি ত ত্যজিনি তোরে কভু ত্যজিব না,
যতনে রাখিস যদি কখন যাব না।

বিলা। উনি আবার আমাদের কাছে থাক্‌তে চান! আমাদের ধন মান সব গেছে, ওঁকে কেমন করে এখন রাখি।

সুখ-প্রিয়া। সত্তিই ত, উনি কি আমাদের মনে প্রফুল্লতা আন্‌তে পারবেন, বরং যে কাজটি কর্ত্তে যাব আগে বাধা দিতে বসবেন। ওঁর আমাদের কাছে এসে কাজ নাই।

বিবেক। সেটা কি ভাল হয়।

সুখ-প্রিয়া। ভাল হোক্, মন্দ হোক্, তার বিচার তোমায় কর্ত্তে হবে না।

লজ্জার গীত।

কে চাহ রে সরম ভূষণ,
আমি তার হৃদে রব ফুল হার সুচিকন।
কর্ণের কুণ্ডল হব, সুকরে বলয় হব,
অধরে তাম্বুল হব নয়নে অঞ্জন।

সুচারু বসনে ঘিরে, তারে সাজাইব ধীরে,
চরণে নূপুর হব কুপথের নিবারণ।
ললনায় লালিত্য দিয়ে, রাখিব রে সাজাইয়ে,
পুণ্য পথে লয়ে যাব দেব ধর্ম্ম নিকেতন।

বিচক্ষণা। বোন! আমরা দুর্ব্বল জাতি, লজ্জা দেবী যদি আমাদের কাছে থাকেন তাহলে অনেক বিপদ হতে বাঁচতে পারবো।

বিবেক। ওঁরা তাঁকে থাকৃতে দেবেন তোমরা তবে তাঁর সঙ্গে যাও।

দৃঢ। চল বিচক্ষণা আমি তোমার সঙ্গে যাই।

বিচক্ষণা। এঁদের পশ্চাতে ফেলে যেতে পা উঠছেনা।

দৃঢমতি। নইলে আমরাও যে বিপদে পড়বো।

বিচক্ষণা। ভগ্নি! বিদায়, আমরা এ স্থান হতে চলিলাম।

দৃঢমতি। বিবেক! আমরা অগ্রসর হই, তুমি ভগ্নীদের বুঝিয়ে নিয়ে এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

বিবেক। আমিত ছাড়বো না, ওঁরা যদি আমায় ছাড়েন। অবোধ রাজ তনয়া তোমাদের এই কি উচিত হলো, এক পিতা মাতার সন্তান হয়ে এক জায়গায় পালিত হয়ে এক শিক্ষা লাভ করে, শেষ এত ভিন্ন প্রকৃতি ধরে ওঁদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হলে? হায় কি পরিতাপ! তোমাদের কি দুরদৃষ্ট!

সুখ-প্রয়া। বালাই! আমাদের শত্তুরের দুরদেষ্ট হোক্। ওঁরা তেজ করে এখান থেকে চলে গেলেন তা আমরা কি করবো।

বিলাসিনী। বিবেক! তুমি আমাদের কাছ থেকে সরে দাঁড়াও বলচি।

(ম্লান মুখে বিবেকের প্রস্থান।)

সুখ-প্রয়া। (পদচারণ করিতে করিতে) কি করে আমাদের সুখদেবীকে ফিরিয়ে আনা যায় বল দেখি?

বিলা। আমি ও ত সেই উপায় অন্বেষণ কচ্চি।

(লোভের প্রবেশ।)

লোভ। এস এস মম সনে ওগো রাজ তনয়া,
সুখ দেবী তব প্রতি হবে অতি সদয়া,
হৃদয়ের সৎ প্রবৃত্তি বিনিময় করিয়ে,
কত সুখ রত্নরাজি দিব আমি আনিয়ে।

(বিবেকের পুনঃ প্রবেশ)

বিবেক। রাজ কুমারি! ও যাদুকর, ওর কথায় বিশ্বাস করে ওর সঙ্গে কখনই যেও না।

সুখ-প্রয়া। আবার এসেচিস্! ওকে মেরে তাড়িয়ে দেতোরে।

বিলাসিনী। আমরা তোমায় চাহিনা তুমি কেন কাণের কাছে ভ্যান ভ্যান কর্ত্তে এস?

(বিবেকের প্রস্থান)

লোভ। চলনা তোমরা যা চাও আমি তাই দিতে পারি। আমি আড়ালে আড়ালে সবার কাছে থাকি যে আমায় ডাকে তাকে কত কি দেখাই!

উভয়ে। তুমি এমন ভাল লোক, চল তবে তোমার সঙ্গে যাই।

(গীত)

চলিয়াছে চিতনদী সুখসিন্ধু পানে,
কে পারিবে নিবারিতে এ গতি জীবনে।
মিলিয়া কল্পনা সনে, ভ্রমিতেছি কত স্থানে,
কত কি মাধুর্য্য হেরি বিমিশ্রিত সুখ সনে;
কত রত্ন ধন জন, কত প্রেম অতুলন,
চিত্রময়ী কল্পনা কত চিত্র আনে;
আছে আশা মনোলোভা দেখায় মধুর শোভা,
মেলিয়া কামনা আঁখি হেরি সে দৃশ্য নয়নে।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ধর্ম্মরাজমন্দির সম্মুখস্থ আত্মপ্রসাদোদ্যান।

বিচক্ষণা ও দৃঢ়মতি আসীনা।

দৃঢ়মতি। দিদি! কত দিন হয়ে গেল আমরা ভগ্নীদের ছেড়ে এখানে এসেছি, বিবেকের পরামর্শ অনুসারে এত দিন জগতের সেবায়

নিযুক্ত হয়ে পরম সুখে আছি, কিন্তু যখন মনে হয় আমাদের প্রাণের সহোদরাগণ বিবেকের কথায় কর্ণপাত না করে, লোভের বশবর্ত্তিনী হয়ে বিপথে গিয়ে কত কষ্ট পাচ্ছেন তখন প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়।

বিচক্ষণা। বোন! জানত লোক নিজের কর্ম্মফল ভোগ করে। তাদের এ মূর্খতার অপরিণামদর্শিতার ফল একদিন ভোগ করতে হবেই। আমরা নাকি এক পিতা মাতার সন্তান তাই তাদের দুঃখে আমাদের প্রাণে এত আঘাত লাগে। মতিভ্রম হয়ে তারা তা বুঝতে পারলে না। আমাদের মিছে কষ্ট!

দৃঢ়। এখন যদি তাঁরা আপনাদের ভ্রম দেখতে পেয়ে সাবধান হয়ে বিবেকের পরামর্শ গ্রহণ করেন তা হ'লে ভবিষ্যতে আর কষ্ট পেতে হয়।

বিচ। তা আর ভেবে কি করবো বল, বোন। ও সব জ্ঞান নিজের না হলে কেউ বুঝিয়ে কিছু কর্ত্তে পারে না। বিধাতার রাজ্যে অমৃত গরল প্রচুর পরিমাণে আছে। তিনি মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ জীব রূপে সৃজন করে যথেষ্ট বুদ্ধিশক্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও অপরাপর উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রদান করে এই বিশাল জগতে বিচরণ কর্ত্তে দিয়েছেন ; মানুষ সেই প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে যা গ্রহণ করে পরিণামে তার ফল ভোগ করে।

দৃঢ়। সে কথা যথার্থ। কিন্তু দিদি অনেক স্থানে ত এমনও দেখা যায় যে যথেষ্ট বুদ্ধি বিবেচনা সত্ত্বেও দেবতাবাঞ্ছিত অমৃত তুচ্ছ করে, কেহ বা সারা জীবনটা আকণ্ঠ গরল পান করে নরকগামী হয়ে পড়ে।

বিচ। সে যারা নিতান্ত কুপ্রবৃত্তির দাস, সংসারে যার আত্মসংযম করবার ক্ষমতা বা চেষ্টা নাই, তার জীবনে বুদ্ধিবৃত্তি সকল জায়গায় কাজে লাগে না, অথবা সংসার সংগ্রামে সে একেবারেই অপটু।

দৃঢ। দিদি! সাধারণ লোকের কি আত্মসংযমের ক্ষমতা থাকে?

বিচ। না থাকলেও চেষ্টা কর্ত্তে কর্ত্তে সেই ক্ষমতাটা এসে পড়ে। অনেক স্থলে, ঐরূপ সৎ আকাঙ্ক্ষা থাকলে আর কিছু না হোক্, অন্ততঃ হঠাৎ কুপ্রবৃত্তি দস্যু এসে মনোরাজ্য অধিকার কর্ত্তে পারে না।

দৃঢ। এই দেখ দিদি! আমরা মায়ামন্দির সম্মুখ দিয়ে কত্ত রে এসেচি, চল স্বস্থানে যাই।

গীত।

মরমের শিয়রে দাঁড়ায়ে
কে ওই গাইছে যেন গান,
সুধুই কি আপনা লইয়ে
জীবনের হবে অবসান।
জগতের শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে
কি করিলি আসিয়ে ধরার,
সম্মুখেতে কর্ম্মক্ষেত্র পড়ে,
ফিরে না চাহিলি একবার।
বৃথা অলসে, বিলাসে মাতিয়া
কত যে সময় বহে যায়,

জগতের অভাব ঘুচাতে
নাই কিরে তিলেক সময়।

পঞ্চম দৃশ্য।

জনশূন্য প্রান্তর।

বিলাসিনী ও সুখ-প্রয়াসিনী।

সুখ-প্রয়া। কই এখানে যে কাউকে দেখতে পাচ্চি না, আমাদের কি মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে এখানে আন্‌লে নাকি?

বিলা। আমি আর চল্‌তে পাচ্চি না, পিপাসায় প্রাণ কেমন কচ্চে। হায়! কেন তখন বিবেকের কথায় কাণ দিলাম না।

সুখ-প্রয়া। অত অধীর হও কেন? সাহস করে চল না; ঐ দেখনা ওদিকে ফল পুষ্প শোভিত উদ্যান দেখা যাচ্চে অবশ্য ওখানে সরোবর আছে।

বিলা। বোন, আমার বোধ হয় ও মরীচিকা মাত্র, বাস্তবিক ওখানে কিছুই নাই। সুখ দেবীকে পুনঃপ্রাপ্ত হব বলে কত কাণ্ডই কল্লুম, কই কিছুই ত হলো না; চল ফিরে যাই, বিবেকের কথা শুনে ভগ্নীদের অন্বেষণ করে তাদের সঙ্গে মিলিত হই।

সুখ-প্রয়া। তুমি কি পাগল হয়েছ, এ পথে এতদূর এসে ফিরে যাওয়া কি সহজ কথা?

বিলা। তবে কি এখানে প্রাণ হারাবে? না দস্যু হস্তে পড়বে? শুনেছি এপথে বড় ডাকাতের ভয়। চল আর একটু এগিয়ে দেখি কোন উপায় হয় কি না।

(অগ্রসর হওন)

পট পরিবর্ত্তন।

বিলা। একি! আরো দুর্গম স্থানে এলাম যে।

সুখ-প্রয়া। তাই ত এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল।

বিলা। (সরোদনে) মাগো! এ কোথায় এসে পড়লুম। এ যে সেই পাপ ডাকাতের রাজ্যে এসেচি!

সুখ-প্রয়া। তাইত কি সর্ব্বনাশ!!!

(উভয়ের গীত)

যোগিয়া বিভাস—একতালা।

কোথায় আসিনু, পথ ভুলিয়ে, তরাসে পরাণকাঁপে থর থর।
এ ঘোর আঁধারে সুদূর প্রান্তরে আসিয়ে যে হায়! ব্যাকুল অন্তর।
কোথা আত্ম জন কোথা সে ভবন, কোথা সে সৌভাগ্য সুখের কানন,
কোথা গেল হায় সে সুখ স্বপন, দুদিনের খেলা ফুরাল সত্বর।
ডাকি গো কাতরে, বিবেক তোমারে, এসহে বারেক চাহ দয়া করে,
লোভ যাদুকর এনেছে গো ধরে, এ বিপথে হায় উদ্ধার উদ্ধার।

(পাপ ডাকাতের প্রবেশ)

পাপ। এই যে উদ্ধার করাচ্চি, এখানে এসে আর পালাবে কোথা?

আয় অনুচর, বেঁধে লয়ে রাখ কারাগারে,
এই দুরাচারদ্বয়ে যন্ত্রণা মাঝারে।

পটক্ষেপণ।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মায়ামন্দির সম্মুখ।

মায়াদেবী ও বিচক্ষণা ও দৃঢ়মতি।

মায়া দেবীর গীত।

বারোয়া—ঠুংরি।

মায়া ভবের বন্ধন।
মায়া না থাকিলে পরে কে কার আপন।
যতনে দেছেন বিধি, এ অমূল্য মায়া নিধি,
মানব দানব হ'ত বিনা এ রতন।
ভব পারাবার পারে, ডোবে মায়া অন্ধকারে,
ভাবাতীত নির্ব্বিকারে মায়ার নিধন।

মায়া। (বাছারে) কি বারতা ল'তে এসেছিস মম পাশে?
জানি আমি; শুধাওনা আর,
প্রাণ চমকিত হয় শ্রবণে সে সব,
নয়নেতে বহে অশ্রুধার।

দৃঢ়। সে কি? ওমা তাদের কি হয়েছে?

মায়া। ছাড়িয়া তোদের সঙ্গ সহোদরাদ্বয়,
ভ্রমিল যে কত স্থান কত দেশময়;
না শুনিল বিবেকের বাণী একবার,
ভাবিল না কি হইবে পরিণাম তার;
অনিত্য সুখের তরে প্রাণের ভূষণ,
অকাতরে বিসর্জ্জন দিল ধর্ম্ম ধন;
লোভ যাদুকর পরে বিপথে লইয়া,
পাপ ডাকাতের রাজ্যে দিল সে ফেলিয়া,
ভীষণ সে দস্যুরাজ মুদ্গর হানিয়া,
যন্ত্রণা কারায় দিল বন্দিনী করিয়া।

বিচ। আহা হা!!! আমরা যা ভেবেছি তাই।

দৃঢ়। দিদি, তারা কি অবস্থাতেই পড়েছে; এখন উপায় হবে কি?

বিচ। অপরিণামদর্শিতার ফল এই। এখন অনুতাপ যদি তাদের দয়া করেন, তিনিই বিবেককে সঙ্গে নিয়ে উদ্ধারের উপায় কর্‌বেন।

দৃঢ়। আঃ ভাবলুম কোথায় জীবনের অবশিষ্ট কাল নির্জ্জনে বসে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হব। তা আর কপালে ঘটছে না।

বিচ। বোন, জানতো যে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করাই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। শুধু নির্জ্জনে বসে ধ্যান করায় সে হয় না।

যাতে সমস্ত জগতের মঙ্গল হয় আগে সেইটী দেখা উচিত। কোন মহাত্মা বলেছেন, যে মানুষ যখন ছোট থাকে তখন সে যেমন স্ুধু পিতাকে খাতিরটুকু করে ভাই বোনকে অযত্ন কল্লে তিনি অসন্তুষ্ট হন। বিদ্যার্থী বিদ্যাভ্যাস না করে শুধু গুরুসেবা কল্লেও যেমন গুরুর প্রিয় হতে পারেন না, পত্নী পতির আজ্ঞানুসারিণী হয়েও সংসারে যত্নহীনা হলে যেমন পতির মনোরঞ্জিনী হতে অপারগ হন। তেমনি মনুষ্য শুধু ধ্যানে বসে থেকে জগতের মঙ্গলসাধনে দেহ মন নিযুক্ত না কল্লে দেহান্তে মুক্তি লাভ হয় না। এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন।

দৃঢ়। সত্যি দিদি। সে কথা যথার্থ। এখন আমার ভ্রম দূর হলো, মনই যদি চঞ্চল হতে লাগলো, তখন ভাল কাজে চিত্তের প্রবৃত্তি না হলে, ধ্যান ধারণার প্রকৃত অবস্থা হতে অনেক দূরে পড়ে থাক্‌তে হয়।

বিচ। বিবেচনা কর, কোন নিষ্ঠাবতী রমণী গৃহকর্ম্মে, পতিপুত্র-সেবায়, আত্মীয় পরিজনের প্রতি, দাস দাসীর প্রতি, ব্যথিত, অসহায়ের, সকলের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করে, তবে দিনান্তে ভক্তিভরে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নিজের ইষ্টদেবতাকে সরল বিশ্বাসের সহিত সুস্থমনে একবার পূর্ণপ্রাণে ডাক্‌তে পারে, তবে তার সংসারে কত তৃপ্তিতে দিন যায়। আর যে রমণী জগতের পানে না তাকিয়ে, সংসারকে অবহেলা করে, সকলের বিরাগ ভাজন হয়ে, প্রথম জীবনে অপরিপক্ক বয়সে কেবলি বসে জপ তপ করে, সকল সময় সে কি মনে শান্তি পায়, যদি তার সংসারের কর্ত্তব্য সাঙ্গ না হয়?

দৃঢ। দিদি, বিধাতা কি সকলকেই এক কাজের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, আমার মনে হয় কেউ বা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার কর্‌তে, কেউ বা সংসারের কাজে নিযুক্ত থাক্‌তে, সেবার জন্য এসেছে।

বিচ। অবশ্য। তবে মনুষ্য জাতি, কেবলি মস্তিষ্কবান্ জড়পিণ্ড নয়, বিধাতা প্রদত্ত চোক্, মুখ, নাক, কান, হাত, পা নিয়ে জন্মেছে, এ জগতে সবাই অল্পাধিক পরিমাণ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে জগদীশ্বরের নিয়মেই বাধ্য। ভেবে দেখ, নিজের ভগ্নীদের সুপথে আনবার জন্য পরিশ্রম ও সময় ব্যয় কখনই বৃথা হবে না।

দৃঢ়। তবে চল আর বিলম্ব কেন ?

গীত।

দেশ—আড়াঠেকা।

সে শুভ মুহূর্ত্ত দেব আসিবে কখন,
সঁপিব তোমার পদে দেহ প্রাণ মন।
জগতের হিত তরে, নিয়োজিব দুটি করে,
রিপুকুলে ত্যজি হব নির্ম্মল জীবন।
বিনাশি বাসনাগণে, তোমারি অভয় চরণে
নির্ভর করিব প্রভু জীবন মরণ।

সপ্তম দৃশ্য।

(পাপের) যন্ত্রণা কারাগার।

বন্দিনী বিলাসিনী ও সুখপ্রয়াসিনী ; এবং অনুতাপ।

(গীত)

পাহাড়ী—আড়া।

কন্যাদ্বয়। কলঙ্কে কলুষমন, পাপ দণ্ডে অবসন্ন,
কাতরে কাঁদে গো পাপী, কোথা পাতকী তারণ।
ভগ্নপ্রাণে নিরবধি, অবনী লুটায়ে কাঁদি,
কভু কি এ বেদনার হবে না গো অবসান।
শুনেছি পাপ যাতনা, মরণেও ফুরাবে না,
বিনা বিভুর করুণা করুণা নিধান,
সে করুণা কণা দানে, তারগো আকুল জনে,
ঘুচাও প্রাণের জ্বালা মুছাও দীন নয়ন।

সুখ-প্রয়া। হায় কি করলুম, কি হলো, অনিত্য সুখের আশায় উন্মত্ত হয়ে অমৃত ভ্রমে গরল পান করে পাপ দস্যুর রাজ্যে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কচ্চি।

বিলা। হা দুরদৃষ্ট! বিধাতা কি আমাদের এই জন্যে সৃজন করেছেন?

অনুতাপ। বিধাতার দোষ কি বল, তোমরা আপন কর্ম্মের ফল

ভোগ কর্‌ছো, এখনও যদি আমার কাছে এস, বিবেকের শরণাপন্ন হও, তবে উদ্ধারের উপায় হয়।

সুখ-প্রয়া। তুমি কেগো এ পাতকিনীদের কাছে? এখান হ'তে মুক্ত হবার আর কি উপায় আছে?

অনুতাপের উক্তি

বার বার পাপাচারে কঠিন পাষাণ
হয়ে যায় হৃদি যার বিষম অজ্ঞান
সেও যদি মম সনে মিলেরে কখন,
অচিরে কলঙ্ক তার হয় বিমোচন,
বাহু প্রসারিয়া আমি কোলে লই তারে,
লয়ে যাই জ্ঞানালোকে পাপরাজ্য পারে,
যতনে নয়নদ্বয় খুলে দিয়ে তার
দেখায়ে দি' করেছে সে যত পাপাচার,
অধর্ম্ম কর্ম্মেতে পরে ঘৃণা জন্মাইয়া,
ত্যজি তবে তারে আমি ধর্ম্মপথে দিয়া।
জগতের লোকে ত্যজে পাপী দুরাচারে,
পতিতপাবন কভু না ত্যজেন কারে।

গীত।

কন্যাদ্বয়। প্রাণে, কি অমৃত ঢালিলে,
হতাশ কাতর জনে আশা দানে জুড়াইলে,

পাপ প্রাণ যে তাপিত, হবে কিগো তিরপিত,
কি সুখ বারতা আজ অভাগীরে শুনাইলে।

(অনুতাপের অলক্ষ্যে অবস্থান ও বিবেকের প্রবেশ।)

বিবেকের উক্তি

উপেক্ষিয়া মম বাণী অভাগিনী বালা,
ধরেছিস্ গলে আজ বিষময় মালা ;
হায় রে ! হৃদয় হ'তে দিছিস্ যখন,
দয়া ধর্ম্ম লজ্জা প্রেম করে উৎপাটন,
স্বার্থসুখ তরে কত হৃদয়ের ধন
বিকায়েছ অবহেলে ; কিনেছ যখন
লোভ পরতন্ত্র হয়ে কুবাসনাচয়ে,
লয়েছ সে সব প্রাণে যতনে নির্ভয়ে,
কালেতে সে কাল ফণী করিবে দংশন,
বিষের জ্বালায় জ্বলি করিবে রোদন,
তখন অবোধ মনে হয়নি কখন
জগত কলঙ্কী বলে করিবে ঘোষণ।
লোভ সহকারে ক'রে যথা ইচ্ছাচার
পাপ রাজ্যে পড়ে দেখ অকুল পাথার।
সুধাভ্রমে করিয়াছ গরল সেবন,
এবে সদা করিতেছ গতানুশোচন,

পড়িয়া এ কারাগারে মহাযন্ত্রণায়
অধীর হইয়া কাঁদ প্রাণ যায় যায়।

(ভগ্নীদ্বয়ের, বিবেকের পদতলে পড়িয়া)

বিলা। আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিওনা, চৈতন্য হয়েছে, অধর্ম্মের প্রতিফল হাতে হাতে পেয়েছি। আর নয় প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে, আর যে পারিনা সহিতে, দয়া কর, দয়া করে এ নরক হতে উদ্ধার কর।

ওগো আর কুপথে যাবনা, তোমার সঙ্গ ছাড়া হব না, এবার ক্ষমা কর; তোমার কথা না শুনে; ভগ্নীদের ছেড়ে এই দুর্দ্দশায় পড়েছি, উদ্ধার করগো, উদ্ধার কর, যথার্থ কাতর প্রাণে বলচি উদ্ধার কর।

সুখ-প্রিয়া। আর এমন হবেনা, অনুতাপের সঙ্গে মিলে জীবনের পরিবর্ত্তন হয়েছে, এবার অন্তরের অন্তর থেকে বিশ্বের ভাই ভগ্নীকে বলবো "পাপ পথে যেওনা, ধর্ম্মধনে ত্যজোনা, অসার সুখেতে কভু ভুলোনা।"

বিবেকের পুনরুক্তি।

তবে ওরে আয় চলে আয়,
ভগ্ন প্রাণে হোক্ পুনঃ বল,
ডেকে লও লজ্জাশীলতায়,
জীবনের সুসঙ্গী সকল
দ্বিগুণ উৎসাহ দিবে তোরে,

পাপ সনে করিতে সংগ্রাম
সাজ সাজ বিলম্ব না ক'রে,
তবে তোরা পাবি নিজ ধাম,
ত'রে যাবি চির দিন তরে,
রবেনারে যাতনা অপার,
ভাসিবি আনন্দ সরোবরে,
দেখা পাবি সাধ্বী সোদরার,
সুপবিত্র তপোবন মাঝে
সুখে তারা করিছে বসতি,
তথা দেব ধর্ম্মরাজ রাজে
চির শান্তি দেবীর সংহতি,
বিশ্বাস অনল চারিভিতে
জ্বলিতেছে উজল আভায়,
বাহিরের কল্লোল নাশিতে
আছে শত প্রহরী তথায়,
শুদ্ধ আত্মা নর নারীচয়
সুখে বাস করেরে তথায়,
হিংসা দ্বেষ শূন্য যে হৃদয়,
সংসারে যে সুকৃতি করয়।

সুখ-প্রিয়া। কোথা সেই সুখময় সুন্দর কানন,
লয়ে চল সাথে করে করি দরশন,

হইব নিষ্কাম হৃদি করিয়া মার্জ্জিত,
নতুবা পরাণ সহ করি উৎপাটিত,
ত্যজি কারা, ছিন্ন করি পাপের বন্ধন,
সংগ্রাম করিব আজ করে প্রাণপণ।

পটক্ষেপণ

অষ্টম দৃশ্য

তপোবন।

দ্বারে প্রহরী দণ্ডায়মান। বিলাসিনী ও সুখপ্রয়াসিনীর গীত।

যোগিয়া বিভাস – একতালা।

মোরা পথহারা ক্লান্ত কলেবরা,
আসিয়াছি গো অমৃত দুয়ারে,
কৃপা বিতরণে চাহ দীন জনে,
বাঁচাও গো প্রাণে এ সংসারে,
এস নর নারী, শান্তি ভিখারী,
চল সারি সারি কানন মাঝারে,
সে কানন মাঝে, ধর্ম্মরাজ রাজে
সুপবিত্র সাজে লইতে পারে।

দ্বারী। কি করবো বাছা দ্বারত খুলবে না, ফিরে যাও।

সুখপ্রিয়া। আমরা বড় আশা করে এসেছি যে গো। যতক্ষণ দ্বার না খোলে এইখানে পড়ে থাক্‌বো।

দ্বারী। (অন্যদিকে ফিরিয়া) এতো বড় মুস্কিলের কথা দেখ্‌চি!

বিলা। দ্বারি! আমরা বড় দুঃখী, অনেক কষ্টে এসেছি, দ্বার মোচন করবার উপায় করে দাও, আর কোথা যাব, আমাদের স্থান নাই।

দ্বারী। এতো আর বাছা কাশী বৃন্দাবন নয় যে মনে কল্লেই যাওয়া যায়। এখানে আসা বড় শক্ত কথা। অর্থাৎ যে সে লোকের পক্ষে শক্ত, আবার সাধুদের পক্ষে তেমনি সহজ।

সুখপ্রিয়া। আমরা শুনেছি যে গো, যে যত কেন পাপ করুক না, সময়ে বুঝে সেই পাপ ঘৃণা কল্লেই তা হ'তে মুক্ত হয়।

দ্বারী। আরে বাপু মুক্ত হলেই কি হয়? কত সুকৃতি ফলে যে এ কাননবাসী হ'তে পারে তা জান?

বিলা। আবার কি তবে দুঃখসাগরে ভাস্‌তে হবে?

দ্বারী। মিছে দুঃখ কল্লে বাছা কি হবে বল। যে মহাত্মা সংসারে নানা রূপ সৎকর্ম্ম ক'রে, প্রলোভনে জয়ী হয়ে জীবন পবিত্র রেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন তিনিই এখানে ধর্ম্মরাজের পদতলে শান্তি দেবীর শীতল ছায়ায় অবস্থান ক'রে চির সুখ প্রাপ্ত হন। আর যে হতভাগ্য জীবনের অপব্যবহার ক'রে পাপে লিপ্ত হয় পরিণামে সে পাপ মুক্ত হলেও অনুতাপের সহিত কাল কাটায়, পরে বহু সৎকর্ম্ম

ও সাধনা ও পরীক্ষার ফলে এই তপোবন প্রাপ্ত হয়। আর যে আত্মসংযমে অক্ষম হয় সে কখনই এখানে স্থান পায় না।

(বিবেকের প্রবেশ)

বিবেক। যাও বাছা যাও সংসারে আবার,
সমুৎসাহ মনে স্বকার্য্য সাধনে
রত হও পাবে আনন্দ অপার।
সাধিলেই সিদ্ধ হয়রে মানব,
কিন্তু রেখো মনে নিত্য ধর্ম্ম বলে
হবেরে মঙ্গল তাহাতেই সব।
যাও বাছা পুন সংসারে ফিরিয়া
করো প্রাণপণে, মনের দমনে,
প্রয়াস সতত স্বার্থে বিনাশিয়া।
করোনারে কভু যশের কামনা,
পুণ্য পথে রয়ে দৃঢমতি হয়ে,
করিও ইন্দ্রিয় জয়ের সাধনা।
পরহিত তরে দিও রে জীবন,
সংসারের কাজে প্রলোভন মাঝে
জয়ী হয়ে লও এই তপোবন।

(বৈরাগ্যের প্রবেশ।)

এস, মানবের শেষ জীবনের বন্ধু আকাঙ্ক্ষা তুমি এস, নতুবা সংসার সমুদ্রে ডুবে মরে।

গীত।

বৈরাগ্য।

আমি বৈকুণ্ঠের দ্বারী উদাসী ভিখারী, সাধুজনে ডেকে লয় রে,
বিলাসী সংসার করেগো দহন পড়ে থাকি মরু প্রান্তরে,
ডেকে লয় যেবা করি তার সেবা স্মরিয়ে চিন্ময় হৃদয়ে।

পট ক্ষেপন।

নবম দৃশ্য।

গীত।

খাম্বাজ—একতালা।

আয়রে ত্রিদিব শোভা কে দেখিবি আয়,
ব্রহ্মাণ্ড মথিয়া শোভা বিরাজে হেথায়,
পবিত্র প্রকৃতি সাজ, সিংহাসনে ধর্ম্মরাজ,
পূতনীর পুণ্য নদী ধীরে বহে যায়,
সাধু হৃদি শতদল, কত যে তাপস দল,
সে তটিনী তীরে ব্রহ্ম ধ্যানে মগ্ন রয়।

বিচক্ষণা। দিদি! এখানে কত দিন আছি তবু এখানকার দৃশ্যের শোভা দেখে কখনও বিতৃষ্ণা হয় না। যত দেখি তত নূতন বোধ হয়।

দৃঢ়মতি। এখানকার সকল দ্রব্য, সকল কার্য্য, সকল দৃশ্য, সুপবিত্র, সুন্দর, সুকোমল ও সুস্নিগ্ধ।

বিচ। দিদি! ভগিনীরা তো শুনেছি অনেক দিন সংসারের হিতসাধনে নিযুক্ত থেকে পুণ্য লাভ করে পবিত্র হয়েছেন, এখনো তবে কেন এখানে আগমন করচেন না?

(নেপথ্যে)

গীত।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

ভ্রমিয়া সংসারারণ্যে এসেছি হেথায়,
দাও গো মা শান্তিরাণী, পদছায়া তনয়ায়,
বিমল বিমুক্ত প্রাণে, এসেছি তোমার পানে,
কোলে লও কোলে লও জুড়াক তাপিত কায়।

(বিলাসিনী ও সুখপ্রয়াসিনীর প্রবেশ; শান্তিদেবী স্বয়ং বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন।)

শান্তি। হও মগন সত্বর, হেথা আছে অমৃত সাগর।

(সুখদেবীর প্রবেশ।)

সুখদেবী। নই আমি ধনে মানে ভূষণে তুষিত,
লোভাসক্ত নরে নই প্রীতিময়ী কখনই.
আমারে লভিতে চাও লও নিজ হিত,
পুণ্যপথ কর সার, পাবে শান্তি অনিবার,
যেথা শান্তি, সেথা সুখ চির বিরাজিত।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ও সঙ্গীত)

জয় লোকাশ্রয়, ধর্ম্মরাজ জয়,
জয় জয় জগতারণ,
জয় বিশ্বপাতা, অখিল বিধাতা,
জীবকুল সুখ-নিধান,
জয় পাপ তাপহারী, সাধুচিত্তচারী,
পাষণ্ড পাতকী দলন।
তুমি নিরাকার, নিত্য নির্ব্বিকার,
অতীত মনুজ লোচন,
জয় দীন জন ধন, অন্ধের নয়ন,
জীবন বিহীনে জীবন,
জয় সুরপতি, নরপতি পতি,
ব্যাপ্ত চরাচর ভুবন,
সর্ব্বতাপ হর, দীনে দয়া কর,
দেখাও মুরতি মোহন,
দাও শ্রীচরণ, অনাথ শরণ,
সকাতরে করি বন্দন।

(পট ক্ষেপন)

সমাপ্ত